

আপনি জানেন কি
প্রচলিত নামায
এবং রসূল সল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়াসাল্লাম এর নামাযে
পার্থক্য কতটুকু



খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান

আল-হামদু লিল্লাহ

এই প্রথম স্বল্প শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত, গবেষক, লেখক, বক্তা, খতীব সহ সকল শ্রেণীর পাঠকের প্রতি লক্ষ্য রেখে অতীব সরল ভাষায় অনুদিত-

তাফসীর তাইসীরুল কুরআন

সউদী মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত

সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী এ তাফসীরটির কতগুলো বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- ১। অতি সহজ বাংলায় তরজমা করা হয়েছে।
- ২। বিশেষ বিশেষ আয়াতের সমর্থনে সহীহ হাদীস পেশ করা হয়েছে।
- ৩। প্রতিটি হাদীসের হাদীস নম্বর সহ তাখরীজ কুতুবুত তিসআহ বা নয়টি হাদীস গ্রন্থের আলোকে তাখরীজ বের করা হয়েছে।
- ৪। এ গ্রন্থে একটি বিশাল বিষয়সূচী ধারাবাহিকভাবে তৈরী করা হয়েছে। যাতে রয়েছে ২৫০০ এর মত বিষয়সূচী। এটিকে কম্পিউটার সিস্টেম-এর মতো করে ফোন্ডার আকারে সাজানো হয়েছে। ফলে সূরা নম্বর ও আয়াত নম্বর দেখে কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে অত্যন্ত সহজে আয়াত বের করা সম্ভব।
- ৫। বিষয়সূচী বিন্যাস পদ্ধতির কারণে এ গ্রন্থটিকে তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআনও বলা যাবে।

৬। প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠার ১টি খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ কুরআন মাজীদের তরজমা, তাফসীর ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে।

৭। গ্রন্থটিতে বিশেষ এরাবিক ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। যা সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্য পড়া অত্যন্ত সহজসাধ্য।

৮। তাফসীরটি দীর্ঘ কয়েক বৎসরের গবেষণার ফসল।

এটিকে অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক, অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক, এটিকে সম্পাদনা করেছেন, চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ-এর সাবেক চেয়ারম্যান ড. আবদুল্লাহ ফারুক ও সউদী এম্বাসীর সাবেক ইন্টারপ্রিটিং অফিসার ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়া কাউন্সিলের সিনিয়র অফিসার মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ। এছাড়াও মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে সনদপ্রাপ্ত শাইখ আবদুর রব 'আফফান সহ ভারত ও বাংলাদেশের ৫জন বিশিষ্ট আলিম এটির সম্পাদনা সহযোগী হিসেবে অংশ গ্রহণ করেছেন।

৮০ গ্রাম বিদেশী অফসেট পেপারে সীমিত সংখ্যক কপি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বাইন্ডিং করা, যার অনেকগুলো কপি অগ্রিম বিক্রি হয়ে গেছে।

জ্ঞানপিপাসু পাঠকবৃন্দ! আরো বিস্তারিত জানার জন্য সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নির্ধারিত মূল্য : ৮০০/= (আট শত টাকা মাত্র)।

আমাদের রয়েছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পার্সেলে বই পাঠানোর বিশেষ ব্যবস্থা।

প্রাপ্তিস্থান :

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা-১১০০,

ফোন : ৯১১২৭৬২, ০১১১৬৪৬৩৯৬

আপনি জানেন কি!

প্রচলিত নামায এবং রসূল ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর

নামাযে পার্থক্য কতটুকু ?

খলীলুর রহমান বিন ফয়লুর রহমান (রহ.)

প্রকাশনায় :

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন (বংশাল), ঢাকা-১১০০

ফোন : ৯১১২৭৬২, ০১১১-২০৭৪৬৩, ০১৭১-৬৪৬৩৯৬

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯৯ ঈসাব্দী

চতুর্থ সংস্করণ : আগস্ট ২০০৫ ঈসাব্দী

নির্ধারিত মূল্য : ৮ আট টাকা মাত্র

সূচীপত্র

- ১। জামা'আতে সলাত আদায়ের জন্য দাঁড়ানো প্রসঙ্গ-৫
- ২। মুখে নিয়্যাত পড়া বিদ'আত-৫
- ৩। ইক্বামাতের বাক্যগুলো একবার একবার-৬
- ৪। ইন্নী অজ্জাহুতু- পড়া প্রসঙ্গ-৭
- ৫। সলাতে হাত বাঁধা প্রসঙ্গ-৭
- ৬। সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ প্রসঙ্গ-৮
- ৭। ইমাম ও মুক্তাদীর উদ্দেশ্যে আমীন বলা প্রসঙ্গ-৮
- ৮। রাফ'উল ইয়াদাঈন বা সলাতে হাত উত্তোলন প্রসঙ্গ-৯
- ৯। সাজদায় যাওয়া প্রসঙ্গ-১০
- ১০। বে-জোড় রাক'আতে দাঁড়াবার পূর্বে বসা প্রসঙ্গে-১১
- ১১। আতাহিয়াতু পড়ার সময় আঙ্গুল নাড়ানো প্রসঙ্গে-১১
- ১২। সলাতে শেষ বৈঠকে বসা প্রসঙ্গ-১২
- ১৩। সাহ সাজদার পদ্ধতি-১২
- ১৪। ইক্বামাত হয়ে গেলে ফরয ছাড়া অন্য কোন সলাত নাই-১৪
- ১৫। সালাম ফিরিয়ে ইমাম প্রত্যেক ফরয সলাতের পর মুক্তাদীর দিকে ঘুরে বসবে-১৫
- ১৬। সলাত শেষে যথাস্থানে বসে থাকার মর্যাদা-১৫
- ১৭। দু'জন লোক হলেও জামা'আত করে সলাত আদায় অপরিহার্য-১৫
- ১৮। একই মাসজিদে একই ওয়াক্তে একাধিক জামা'আত-১৬
- ১৯। মহিলাদের জামা'আতে উপস্থিত হয়ে সলাত আদায় বৈধ-১৭
- ২০। ফজরের জামা'আতের পর সূর্য উঠার পূর্বে ছুটে যাওয়া ফজরের সুন্নাত আদায় করা-১৭
- ২১। মাসজিদে প্রবেশ করে সলাত না পড়ে বসা নিষেধ-১৮

- ২২। জুমু'আর খুৎবার সময় সুন্নাত পড়া-১৮
- ২৩। জুমু'আর সলাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ-১৯
- ২৪। মাতুভাযায় খুবা প্রদান-২০
- ২৫। মাগরিবের আযানের পর ফরযের পূর্বে সুন্নাত পড়া-২১
- ২৬। বিতর সলাত তিন রাক'আতে সীমাবদ্ধ নয়-২১
- ২৭। এক রাক'আত, তিন রাক'আত ও পাঁচ রাক'আত বিতরের দলীল-২২
- ২৮। পাঁচ রাক'আত বিতর সম্পর্কে আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতামত-২২
- ২৯। তিন ও পাঁচ রাক'আত বিতর সলাতে বৈঠক একটি-২৩
- ৩০। সাত ও নয় রাক'আত বিতরের দলীল-২৩
- ৩১। ঈদের সলাতের তাকবীর সংখ্যা-২৪
- ৩২। ঈদের সলাতের তাকবীরসমূহে হাত উত্তোলন-২৫
- ৩৩। মহিলাদের ঈদের জামা'আতে যোগদান-২৫
- ৩৪। তারাবীহ'র সলাত আট রাক'আত-২৬
- ৩৫। জানাযার সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ-২৬
- ৩৬। জানাযার তাকবীরসমূহে হাত উত্তোলন-২৭
- ৩৭। জানাযার সলাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ-২৭
- ৩৮। পায়েবানো জানাযা-২৮
- ৩৯। সঠিক সময়ে সলাত পড়ার গুরুত্ব ও ফাযীলাত-২৮
- ৩৭। পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের সময়-২৯
- ৩৮। সলাতের নির্ধারিত সময়ে জামা'আত না হলে একা সলাত আদায় করতে হবে-৩০
- ৩৯। দু' ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায়-৩১
- ৪০। আখেরী যোহর ও 'উমরী কাযা বিদ'আত না সুন্নাত-৩১
- ৪১। পুরুষ ও মহিলাদের সলাতের মধ্যে পার্থক্য করণ-৩২

প্রারম্ভিকা

نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم أما بعد :

আজকের দিনে আমরা মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকালে দেখতে পাই অনেক মানুষই আল্লাহর রসুল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একই পদ্ধতিতে শিখানো সলাত ছেড়ে দিয়ে কোন ইমাম বা অলির মনগড়া মাযহাব বা তরীকার অনুসরণ করে সলাত আদায় করছে। অথচ আল্লাহর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, صلوا كما رأيتموني أصلي অর্থাৎ তোমরা আমাকে যেভাবে সলাত পড়তে দেখ সেভাবে সলাত পড়। (বুখারী ১ম খণ্ড ৮৮ পৃঃ ও ২য় খণ্ড ৮৮৮ বুখারী হাদীস নং ৬৩১ ও ৭২৪৬ তাওহীদ পাবলিকেশন)

মাক্কা এবং মাদীনায় নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বারা ইসলামের গোড়া পত্তন হয়েছে এবং তিনি তথায় সঠিক অবস্থায় ইসলাম রেখে গেছেন। ঐ স্থানদ্বয়েই ইসলাম সঠিক অবস্থায় থাকবে।

কেননা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كمابدأ وهو يا رز بين المسجدين كما تارز الحية في جحرها رواه مسلم *

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন- নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় ইসলাম গরীবী অবস্থায় (অল্প লোকদের দ্বারা) সূচনা হয়েছিল। শিঘ্রই আবার গরীবী অবস্থায় (অল্প লোকদের মধ্যে) ফিরে যাবে, যেভাবে সূচনা হয়েছিল এবং ইসলাম মাসজিদে হারাম (কাবা) এবং মাসজিদে নববী, এ দুই মাসজিদের মাঝের লোকদের মধ্যে ফিরে যাবে। যেভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে যায়। (মুসলিম ১ম খণ্ড ৮৪ পৃষ্ঠা)

মাক্কা এবং মাদীনাকে আল্লাহ কিয়ামাত পর্যন্ত হিফায়ত করবে। আমরা সেই মাক্কা মাদীনার 'আমল কপ্তি পাথরে যাচাইকৃত কুরআন ও হাদীসের অকট্য দলীল থেকে সংক্ষিপ্তভাবে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদায়কৃত সলাতের পদ্ধতি আপনাদের খিদমতে পেশ করছি। প্রকাশ থাকে যে, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সলাত আমাদের দেশে বহুল প্রচারিত। বিধায় সে সলাতের পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো না। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে সলাতের ফায়সালা দিয়েছেন আমরা সেভাবেই হুবহু তাঁরই ভাষায় সলাতের পদ্ধতি উল্লেখ করছি। তদুপরি যদি আপনি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফায়সালা অনুযায়ী এবং তাঁরই পদ্ধতিতে সলাত আদায় না করেন, তাহলে আপনি নিজেকে ঈমানদার বলে পরিচয় দিতে পারেন না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم

حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما *

অতএব তোমার প্রভুর কসম সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে [হে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তোমাকে ন্যায় বিচারক মেনে না নেয়। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না থাকে এবং সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে।

(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা বলেন :

وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من

امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضللا مبينا *

অর্থাৎ, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কোন মত প্রকাশ বা ভিন্ন কোন আমল করার কোন ক্ষমতা নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ অমান্য করে, সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হলো। (সূরা আহযাব ৩৬ আয়াত)

অতএব বন্ধুগণ! নিজেকে ঈমানদার পরিচয় দিতে হলে পোঁড়ামী ছেড়ে দিয়ে নাবীর নির্দেশিত তাঁরই ভাষায় উল্লেখিত পদ্ধতিতে সলাত আদায় করতে হবে।

আমাদের দেশে বহু হাদীসের কিতাব বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা বাংলা হাদীস গ্রন্থের হাদীস নম্বর উল্লেখ করছি। তাই আজই সলাতের অধ্যায় খণ্ডটি ক্রয় করে হাদীস নম্বর মিলিয়ে নিন এবং তদানুযায়ী আমল করুন। আর আরবী শিক্ষিতদের জন্য মূল কিতাবের পৃষ্ঠার নাম্বর মিলিয়ে দেখার অনুরোধ রইল। ভুল থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। পরিশেষে যারা পুস্তকটি সংকলনে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং সকলের জন্য উভয় কালীন সফলতা কামনা করছি।

নিবেদক

খলীলুর রহমান মাদারীপুরী

পিতা : ফখরুল রহমান সরদার

সাং- রামনগর, পোঃ শেহলাপাতি

থানা- কালকিনি, জেলা- মাদারীপুর

জামা'আতে সলাত আদায়ের জন্য দাঁড়ানো প্রসঙ্গ

জামা'আতে দাঁড়াবার সময় পায়ের গিটের সাথে পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর পায়ের গিট মিলিয়ে এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে উঁচু নিচু হলে উপরে নিচে কাঁধ বরাবর করে বাহুর সাথে পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর বাহু মিলিয়ে কাতারবন্দী হয়ে সলাত আদায় করতে হবে। দুই মুসল্লীর মাঝখানে ফাঁক ফাঁক করে দাঁড়ানোর কথা কোন সহীহ হাদীসে নাই। নাবী

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أقيموا صفوفكم فاني أراكم من

وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه - رواه البخارى *

আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী থেকে বর্ণনা করেন, নাবী বলেছেন তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নাও। কেননা আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই। [আনাস (রাযিঃ) বলেন] আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম। (সহীহল বুখারী তাওহীদ পাবলিকেশন ও ফতুল বারী হা : নং ৭২৫)

عن أنس قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وخاذوا بالاعناق فوالذي نفسي بيده اني لارى الشيطان يدخل من خلل الصف

كانها الحذف - رواه أبوداؤد *

আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, তোমরা তোমাদের কাতারসমূহের মধ্যে পরস্পর মিলে দাঁড়াও এবং কাতারসমূহের মধ্যে তোমরা পরস্পর নিকটবর্তী হও এবং তোমাদের ঘাড়সমূহকে সমপর্যায় সোজা রাখ। সেই মহান সন্তার কুসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি শয়তানকে দেখি সে কাতারের ফাঁকসমূহে প্রবেশ করে যেন কালো কালো ভেড়ার বাচ্চা। (আবু দাউদ)

(দেখুন বুখারী শরীফ ১০০ পৃষ্ঠা, মুসলিম শরীফ ১৮২ পৃষ্ঠা। আবুদাউদ ৯৭ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ৫৩ পৃষ্ঠা, নাসাই, ইবনে মাজাহ ৭১ পৃষ্ঠা। দারকুত্বী ১ম খণ্ড ২৮৩ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৯৮ পৃষ্ঠা, বুখারী শরীফ আযীযুল হক, ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪২৭। বুখারী শরীফ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড অনুচ্ছেদসহ হাদীস নং ৬৮২, ৬৮৬, ৬৮৭, বুখারী তাওহীদ পাঃ হাঃ ৭১৭, ৭২১, ৭২২। মুসলিম শরীফ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৮৫১। আবু দাউদ শরীফ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬৬২, ৬৬৬। তিরমিযী শরীফ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম খণ্ড হাদীস নং ২২৭। মিশকাত নূর মোহাম্মদ আযমী ৩য় খণ্ড ও মিশকাত মাদারাসা পাঠ্য ২য় খণ্ড হাদীস নং ১০১৭, ১০১৮, ১০২০, ১০২৫, ১০৩০, ১০৩৪। বুলগল মারাম ১২৪ পৃষ্ঠা।)

মুখে নিয়্যাত পড়া বিদ'আত

আল্লামা ইবনু হুমাম হানাকী বলেন : হাদীসের কিছু হাফিয বলেন : রসূলুল্লাহ থেকে সহীহ এবং যরীফ কোন সানাদেও এ কথা প্রমাণিত নেই যে, তিনি নামায শুরু করার সময় বলতেন যে, আমি এরূপ নামায পড়ছি। কোন

সাহাবী এবং তাবিয়ী থেকেও প্রমাণিত নেই। বরং এ কথা বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন কেবল তাকবীর দিতেন। তাই মুখে নিয়াত পড়া বিদ'আত (ফতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড ১০৮ পৃষ্ঠা, কাবীরী, ২৫২ পৃষ্ঠা) আল্লামা শামী হানাফী বলেন, হিলিয়াহতে এতটা বাড়তি আছে যে, চার ইমাম থেকেও মুখে নিয়াত পড়া প্রমাণিত নেই (শামী ১ম খণ্ড ৩৮৬ পৃষ্ঠা)। হানাফী ফিক্‌হ শারহে মুনয়্যাহতেও এরূপ আছে। (বাহরুর রায়েক ১ম খণ্ড ২৭৮ পৃষ্ঠা)

আল্লামা মোল্লা আলী কারী হানাফী বলেন, রসূলুল্লাহ ত্রিশ হাজার নামায পড়েছেন। তথাপি তাঁর থেকে একথা বর্ণিত নেই যে, আমি অমুক অমুক নামাযের নিয়াত করছি। তাঁর এই নিয়াত না করাটাই সুন্নাত। যেমন তাঁর কোন কাজ করা সুন্নাত (মিশকাত ১ম খণ্ড ৩৭ পৃষ্ঠা)। তিনি অন্যত্র বলেন, শব্দ উচ্চারণ করে নিয়াত করা নাজাযিয। কারণ, এটা বিদ'আত। অতএব, যে কাজ নাবী করেননি সে কাজ সর্বদা যে করে, সে বিদ'আতী। (ঐ ৩৬ পৃষ্ঠা)

ইকামাতের বাক্যগুলো একবার একবার

عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وإن يوتر الإقامة الإقامة - متفق عليه *

আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, বেলালকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যেন আযান জোড় অর্থাৎ দু'বার, দু'বার দেয় এবং ইকামাত ক্বাদক্বামাতিস সলাহ ব্যতীত বে-জোড় অর্থাৎ একবার একবার দেয়। (বুখারী ১ম খণ্ড ৮৫ পৃষ্ঠা, বুখারী : ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদীস নং ৫৭৬, বুখারী তাওহীদ পাঃ হাঃ ৬০৩, বুখারী আধুনিক হাঃ ৫৬৮। মুসলিম ১ম খণ্ড ১৬৪-১৬৫ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ ১ম খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠা)

عن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة *

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার হতে বর্ণিত, নাবী -এর যুগে আযান দু'বার দু'বার দেয়া হতো এবং ইকামাত একবার একবার দেয়া হতো। ক্বাদক্বামাতিস সলাহ, ক্বাদক্বামাতিস সলাহ ব্যতীত। অর্থাৎ ক্বাদক্বামাতিস সলাহ দুবার বলা হতো। (আবু দাউদ ১ম খণ্ড ৭৬ পৃষ্ঠা)

ইকামাতের বাক্যগুলো নিম্নরূপ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ - اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - قَدَقَامَتِ الصَّلَاةُ - قَدَقَامَتِ الصَّلَاةُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

(আবু দাউদ ১ম খণ্ড ৭২ পৃষ্ঠা)

“ইন্নী অজ্জাহতু” -পড়া প্রসঙ্গ

তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে ইন্নী অজ্জাহতু পড়ার কথা সহীহ হাদীসে নাই বরং ইন্নী অজ্জাহতু তাকবীরে তাহরীমার পর পড়ার কথা হাদীসে আছে। তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে ইন্নী অজ্জাহতু পড়লে তা বিদ'আত হবে।

عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم : اذا افتتح الصلوة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين ... الخ
আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, নাবী যখন সলাত আরম্ভ করতেন তখন তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ আল্লাহ আকবার বলতেন। অতঃপর ইন্নী অজ্জাহতু বলতেন। অর্থাৎ আমি সমস্ত দিক হতে মুখ ফিরিয়ে সেই মহান সত্তার দিকে ফিরেছি যিনি আসমান ও যমীনসমূহ সৃষ্টি করেছেন। এবং আমি সর্বান্তকরণে হাক্ব ও সত্যের প্রতি মনোনিবেশ করেছি এবং আমি মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত না।

(বুখারী ১ম খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা। মুসলিম ২১৯, ২৬৩, ২৬৪ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১১০ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ২য় খণ্ড ১৭৯, ১৮০ পৃষ্ঠা। নাসাই ১ম খণ্ড ১৪২ পৃষ্ঠা। মিশকাত ১ম খণ্ড ৭৭ পৃষ্ঠা। মিশকাত নূর মুহাম্মদ আযমী ও মাদরাসা পাঠা ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৫৭, ৭৬৪)

বিঃদ্রঃ এ সানাটি তিনি তাহাজ্জুদ সলাতে পড়তেন।

সলাতে হাত বাঁধা প্রসঙ্গ

সলাতে নাভির নীচে হাত বাঁধার কথা সহীহ হাদীসে নাই। নাভির নীচে হাত বাঁধার কথা প্রমাণহীন বানোয়াট, জাল কথা। বরং হাত বুকের উপর বাঁধার কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عن سهل بن سعد قال كان ناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه

اليسرى في الصلاة رواه البخارى *

সাহল বিন সায়াদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : সলাতে লোকদেরকে ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর স্থাপন করার নির্দেশ দেয়া হতো। (বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদীস নং ৭০৪, বুখারী তাওহীদ পাঃ হাঃ ৭৪০, বুখারী আধুনিক হাঃ ৬৯৬)

عن وائل بن حجر رضى الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم

فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره رواه ابن خزيمة فى صحيحة *

ওয়াইল বিন হজর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি নাবী -এর সাথে সলাত আদায় করেছি। (আমি দেখেছি) নাবী স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখলেন। (সহীহ ইবনু খুযাইমাহ)

(বুখারী ১০২ পৃষ্ঠা। সহীহ ইবনু খুযাইমা ২০ পৃষ্ঠা। মুসলিম ১৭৩ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১১০, ১১১, ১২৮ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ৫৯ পৃষ্ঠা। নাসাই ১৪১ পৃষ্ঠা। ইবনু মাজাহ ৫৮, ৫৯ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা। মুয়াত্তা মালিক ১৭৪ পৃষ্ঠা। মুয়াত্তা মুহাম্মদ

১৬০ পৃষ্ঠা। যাদুল মায়াদ ১২৯ পৃষ্ঠা। হিদায়া দিরায়াহ ১০১ পৃষ্ঠা। কিমিয়ায়ে সাআদাত ১ম খণ্ড ১৮৯ পৃষ্ঠা। বুখারী আযীযুল হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪৩৫। বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬৯৬। বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭০৪, মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৮৫১। আব্দুদউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭৫৯, তিরমিযী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম খণ্ড হাদীস নং ২৫২, মিশকাত নূর মোহাম্মদ আযমী ২য় খণ্ড ও মাদারাসা পাঠ্য ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৪১, ৭৪২। বুলুগল মারাম বাংলা ৮২ পৃষ্ঠা।

সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ প্রসঙ্গ

আমাদের দেশে কোন কোন ভাইয়েরা ঈমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন না, এটা নাবী সَلَامُ -এর আমলের বিপরীত।

ইমামের পিছনে মুক্তাদিকে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়লে তার সলাত, সলাত বলে গণ্য হবে না।

عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه وفي رواية البخاري في جزء القراءة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقرؤون خلفي ؟ قالوا نعم انا لنهذ هذا قال فلا تفعلوا إلا بأمر القرآن

উবাদাহ বিন সামিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রসূল সَلَامُ বলেছেন, যে ব্যক্তি সলাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার সলাত হল না। (বুখারী, মুসলিম) বুখারীর অন্য বর্ণনায় জুযউল কিরায়াতের মধ্যে আছে। আমর বিন শুয়াইব তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ বলেছেন তোমরা কি আমার পিছনে কিছু পড়ে থাক? তাঁরা বললেন যে, হ্যাঁ আমরা খুব তাড়াহুড়া করে পাঠ করে থাকি। অতঃপর নাবী সَلَامُ বললেন তোমরা উম্মুল কুরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা ব্যতীত কিছুই পড় না।

(বুখারী ১ম ১০৪ পৃষ্ঠা। জুযউল কিরায়াত ৬৩, ৬৬, ৬৭ নং হাদীস। মুসলিম ১৬৯, ১৭০ পৃষ্ঠা। আব্দুদউদ ১০১ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ১ম খণ্ড ৫৭, ৭১ পৃষ্ঠা। নাসাই ১৪৬ পৃষ্ঠা, ইবনু মাজাহ ৬১ পৃষ্ঠা। মুয়াত্তা মুহাম্মদ ৯৫ পৃষ্ঠা। মুয়াত্তা মালেক ১০৬ পৃষ্ঠা। সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১ম খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা। মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদীস নং ৭৫৮-৭৬৭ ও ৮২০-৮২৯। হাদীস শরীফ, মাওঃ আব্দুর রহীম, ২য় খণ্ড ১৯০-১৯৬ পৃষ্ঠা, ইসলামিয়াত বি-এ, হাদীস পর্ব ১৪৪-১৬১ পৃষ্ঠা। হিদায়া দিরায়াহ ১০৬ পৃষ্ঠা। মিশকাত ৭৮ পৃষ্ঠা। বুখারী আযীযুল হক ১ম হাদীস নং ৪৪১, বুখারী তাওহীদ পাঃ হাঃ ৭৫৬, বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭১২, বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭২০, তিরমিযী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম খণ্ড হাদীস নং ২৪৭। মিশকাত নূর মোহাম্মদ আযমী ২য় খণ্ড ও মাদারাসা পাঠ্য হাদীস নং ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৬৮। বুলুগল মারাম ৮৩ পৃষ্ঠা। কিমিয়ায়ে সাআদাত ১ম খণ্ড ২০৪ পৃষ্ঠা। বিস্তারিত জ্ঞান জন্য লিখকের অনুবাদকৃত জুযউল কির'আত দেখুন।

ইমাম ও মুক্তাদীর উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা প্রসঙ্গ

জেহরী সলাতে উচ্চৈঃস্বরে আমীন না বলা নাবী সَلَامُ ও সাহাবাদের আমলের বিপরীত, বরং ইমাম ও মুক্তাদির সকলেরই স্বরবে আমীন বলতে হবে। কেননা রসূল সَلَامُ জেহরী সলাতে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন এবং ইমাম যখন

আমীন বলে তখন মুক্তাদীকে আমীন বলার নির্দেশ দিতেন যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه وقال عطاء أمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة رواه البخاري.

আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রসূল সَلَامُ বলেছেন, ইমাম যখন আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বলো। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আতাআ (রহঃ) বলেছেন আমীন হলো দু'আ। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) এবং তাঁর পিছনে মুক্তাদীরা আমীন বলতেন এমনকি মাসজিদে গুণ গুণ শব্দ শুনাযেত— (বুখারী)।

عن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مديها صوته *

ওয়ায়িল বিন হুজর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ -কে “গায়রিল মাগযুবি ‘আলাইহিম অলায্বাল্লীন” পড়তে শুনেছি। অতঃপর তিনি নিজের স্বরকে উচ্চ করে আমীন বলেছেন। (তিরমিযী)

(বুখারী ১ম ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১৭৬ পৃষ্ঠা। আব্দুদউদ ১০৪ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা। নাসাই ১৪০ পৃষ্ঠা। ইবনু মাজাহ ৬২ পৃষ্ঠা। মিশকাত ১ম খণ্ড ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা। মুয়াত্তা মালিক ১০৮ পৃষ্ঠা। ইবনু খুযায়মাহ ১ম ২৮৭ পৃষ্ঠা। যাদুল মায়াদ ১ম খণ্ড ১৩২ পৃষ্ঠা। হিদায়া দিরায়াহ ১০৮ পৃষ্ঠা। মিশকাত নূর মোহাম্মদ আযমী ২য় খণ্ড ও মাদারাসা পাঠ্য হাদীস নং ৭৬৮-৭৮৭। বুখারী তাওহীদ পাঃ হাঃ ৭৮০-৭৮২, বুখারী আযীযুল হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪৫৩, বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭৩৬-৭৩৮, বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম খণ্ড অনুচ্ছেদসহ হাদীস নং ৭৪৪-৭৪৭। মুসলিম ইফকাঃ ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৯৭-৮০৪ পর্বন্ত। আব্দুদউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৯৩২। তিরমিযী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম হাদীস নং ২৪৮ বুলুগল মারাম বাংলা ৮৫ পৃষ্ঠা। কিমিয়ায়ে সাআদাত ১ম খণ্ড ১৯০ পৃষ্ঠা। ইসলামিয়াত বি-এ হাদীস পর্ব ১৫৭ পৃষ্ঠা।

রাফ'উল ইয়াদাঈন বা সলাতে হাত উত্তোলন প্রসঙ্গ

এক শ্রেণীর মুসলিম ভাইয়েরা তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া কোথাও রাফ'উল ইয়াদাঈন করেন না অথচ আজীবন রসূলুল্লাহ সَلَامُ সলাতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াও রাফ'উল ইয়াদাঈন বা হাত উত্তোলন করেছেন। পরবর্তী হাদীস তার জ্বলন্ত প্রমাণঃ

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه في يكونا حذوا منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع

ويُفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع وفي رواية أيضا وإذا قام من الركعتين رفع يديه.

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে দেখেছি তিনি যখন সলাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এবং যখন তিনি রুকু'র জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। এবং যখন রুকু' হতে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন। ইমাম বুখারী এটা বর্ণনা করেছেন। তাঁর অপর বর্ণনায় এটাও আছে যে, যখন তিনি [রসূল ﷺ] দ্বিতীয় রাক'আত হতে (তৃতীয় রাক'আতের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও দুই হাত (কাঁধ বরাবর) উঠাতেন।

(বুখারী ১ম খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা। মুসলিম ১৬৮ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১০৪, ১০৫ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ১ম খণ্ড ৫৯ পৃষ্ঠা। নাসাই ১৪১, ১৫৮, ১৬২ পৃষ্ঠা। ইবনু বুযায়মাহ ৯৫, ৯৬। মিশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা। ইবনে মাজাহ ১৬৩ পৃষ্ঠা। যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ১০৭, ১০৮, ১৫০ পৃষ্ঠা। হিদায়া দিয়ারাহ ১১০-১১৫ পৃষ্ঠা। কিমিয়ায়ে সায়াদাত ১ম ১৯০ পৃষ্ঠা। বুখারী তাওহীদ পাঃ হাঃ ৭৩৬-৭৩৯, বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম হাদীস নং ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৫। বুখারী আযীযুল হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪৩২-৪৩৪। বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭০০-৭০৩ অনুচ্ছেদসহ। মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৪৫-৭৫০। আবু দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম হাদীস নং ৮৪২-৮৪৪। তিরমিযী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ২৫৫। মিশকাত নূর মোহাম্মদ আব্বাসী ও মাদরাসা পাঠা ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৩৮-৭৩৯, ৭৪১, ৭৪৫। বুলুগল মারাম ৮১ পৃষ্ঠা। ইসলামিয়াত বি-এ. হাদীস পর্ব ১২৬-১২৯ পৃষ্ঠা।)

عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فكان لا يفعل ذلك في السجود فمازالت تلك صلوته حتى لقي الله تعالى رواه البيهقي، هداية مع الدراية *

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ যখন সলাত শুরু করতেন, যখন রুকু করতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন কিন্তু সাজদার মধ্যে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন না। রসূল ﷺ মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদাই তাঁর সলাত এরূপ করতেন। (বাইহাকী, হেদায়াহ দেয়াহ ১ম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা)

সাজদায় যাওয়া প্রসঙ্গ

সাজদায় যেতে প্রথমে হাত, পরে হাটু রাখার কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ।

عن البراء بن عازب (رضي) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سجدت فضع كفك وأرفع مرفقك رواه مسلم

বরাআ বিন আযিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, যখন তুমি সাজদা করবে তখন তোমার উভয় হাতলী মাটির উপর

রাখবে এবং উভয় কনুই উঁচু করে রাখবে। মুসলিম

عن أبي هريرة (رضي) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يركب كما يركب البعير وليضع يديه قبل ركبته *

, আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ সাজদা করে তখন সে যেন উট বসার মত না বসে এবং সে যেন দুই হাতকে দুই হাটুর পূর্বে মাটিতে রাখে। (আবু দাউদ, নাসাই এবং দারেমী।)

(দেখুন তিরমিযী ১ম খণ্ড ৬১ পৃষ্ঠা। বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড অনুচ্ছেদ ১৬৬ পৃষ্ঠা। মিশকাত নূর মোহাম্মদ আব্বাসী ও মাদরাসা পাঠা ২য় খণ্ড হাদীস নং ৮২৯, ৮৩৯। সাজদা হতে দাঁড়াবার সময় হাতে ভর করে দাঁড়াতে হবে। বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭৭৬, বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় হাদীস নং ৭৮৩।)

বে-জোড় রাক'আতে দাঁড়াবার পূর্বে বসা প্রসঙ্গে

রসূলুল্লাহ ﷺ বে-জোড় রাক'আতে অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় রাক'আতে সাজদাহ হতে মাথা তুলে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসে তারপর দাঁড়াতেন।

عن مالك بن الويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري

মালিক বিন হুয়াইরিস আল লাইসী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ কে সলাত পড়তে দেখেছেন। যখন তিনি তাঁর সলাতে বে-জোড় রাক'আতে (সাজদাহ হতে) দাঁড়াতে যেতেন তখন তিনি সোজা হয়ে না বসে দাঁড়াতেন না।

(বুখারী ১ম ১১৩ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ১১১, ১১২ পৃষ্ঠা। নাসাই ১৭৩ পৃষ্ঠা। ইবনু মাজাহ ৬৪ পৃষ্ঠা। মিশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা। মিশকাত নূর মোহাম্মদ আব্বাসী ও মাদরাসা পাঠা ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৩৪, ৭৪০। বুখারী তাওহীদ পাঃ হাঃ ৮০২, বুখারী আযীযুল হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪৭৩, বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭৫৮, ৭৭৭, ৭৭৮। বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদীস ৭৬৬, মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৬৯। আবু দাউদ ইং ফাঃ ১ম খণ্ড হাদীস নং ৮৪২, ৮৪৪। তিরমিযী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম হাদীস নং ২৮। ইসলামিয়াত বি-এ. হাদীস পর্ব ১২৫ পৃষ্ঠা।)

আন্তাহিয়াতু পড়ার সময় আঙ্গুল নাড়ানো প্রসঙ্গে

তাশাহুদ বা আন্তাহিয়াতু পড়া শুরু থেকে বৈঠকের শেষ পর্যন্ত ডান হাত মুঠিবদ্ধ করে অথবা বৃদ্ধা অঙ্গুলিকে মধ্যমা আঙ্গুলের সাথে মিলিয়ে শাহাদাত আঙ্গুল নাড়াতে হবে। এটাই নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'আমল।

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة رواه مسلم

আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ যখন আত্মহিয়াতু পড়তে বসতেন, তখন বাম হাতকে বাম হাঁটুর উপর এবং ডান হাতকে ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। এবং তিগ্নান্ন গণনার মত আঙ্গুলী বন্ধ করতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করতেন।

(মুসলিম ২১৬ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ১৪২ পৃষ্ঠা। নাসাই ১৮৭ পৃষ্ঠা। মিশকাত ৮৫ পৃষ্ঠা। মিশকাত নূর মোহাম্মদ আযমী ২য় খণ্ড হাদীস নং ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৫০, ৮৫১। মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ১১৮৩-১১৮৭, ১১৮৮। তিরমিযী ১ম খণ্ড হাদীস নং ২৮০, ২৮১। ইসলামিয়াত বি-এ. হাদীস পর্ব ১৯১, ১৯২ পৃষ্ঠা)

সলাতে শেষ বৈঠকে বসা প্রসঙ্গে

সলাতে শেষ বৈঠকে ডান পায়ের পাতা খাড়া করে রেখে বাম পা আড়াআড়ি ভাবে ডান পায়ের নীচ দিয়ে বাম নিতম্বের উপর বসতে হবে। এটাই নাবী -এর সুন্নাহ।

عن أبي حميد الساعدي رضى الله عنه قال في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعده.

আবু হুমাইদ সাঈদী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি রসূল -এর একদল সাহাবীর উপস্থিতিতে বললেন : আমি রসূল -এর সলাত পড়ার নিয়ম আপনাদের চাইতে বেশী স্বরণ রেখেছি (হাদীসের শেষ দিকে বলা হয়েছে) আমি রসূল -কে দেখেছি। যখন তিনি শেষ রাক'আতে বসতেন বাম পা ডান দিকে বাড়িয়ে দিতেন। এবং ডান পা যথারীতি খাড়া রাখতেন। এবং নিতম্বের বা উরুর উপর বসতেন।

(বুখারী ১ম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা। মুসলিম ১ম ১৪৭ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১৩৮ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ৩৬, ৩৯ পৃষ্ঠা। নাসাই ১৭৩ পৃষ্ঠা। ইবনু মাজাহ ১৮৭ পৃষ্ঠা। মিশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা। বুখারী তাওহীদ পাঃ হাঃ ৮২৮ বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদীস নং ৭৯০, বুখারী আযমী প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭৮২। মিশকাত মাদরাসা পাঠ্য হাদীস নং ৭৩৬, ৭৪৫। বুখারী আযমী হক হাদীস নং ৪৭৬।)

সাহ সাজদার পদ্ধতি

সাহ সাজদাহ করার কয়েকটি পদ্ধতি আছে। আমরা প্রত্যেকটি পদ্ধতির হাদীস পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করছি।

১। সলাত যদি কম পড়ে সালাম ফিরায় এবং কথা বলে তাহলে বাকী সলাত শেষ করে তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাজদাহ করবে। অতঃপর তাশাহুদ পড়া লাগবে না।

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من

اثنين فقال له ذواليين اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اربعين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع *

আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূল দুই রাক'আত পড়ে সলাত শেষ করলে যুল-ইয়াদাইন (রাযিঃ) তাঁকে বললেন হে আব্দাহর রসূল! সলাত কি কম করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? রসূল বললেন, যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? লোকেরা বলল হ্যাঁ। তখন রসূল দাঁড়িয়ে আরও দুই রাক'আত সলাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বললেন। তারপর সাজদা করলেন। স্বাভাবিক সাজদাহর মত কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ। তারপর তিনি মাথা তুললেন।

(বুখারী তাওহীদ পাঃ হাঃ ৪৮২, ৭১৪, ৭১৫, ১২২৭ বুখারী ১ম খণ্ড ১৬৩, ১৬৪ পৃষ্ঠা। বুখারী আযমী প্রকাশনী হাদীস নং ৪৬০, ৬৭২, ১১৪৭, ১১৪৮, ১১৫০, বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদীস নং ৪৬৬, ৬৮০ বুখারী আযমী হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬৪৭। তিরমিযী ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদীস নং ৩৯৯। আবু দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদীস নং ১০০৮। মিশকাত মাদরাসা পাঠ্য হাদীস নং ৯৫১।)

২। সলাত বেশী পড়লেও সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাজদাহ করতে হবে অতঃপর তাশাহুদ পড়া লাগবে না।

عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم.

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, রসূল একবার যোহরের সলাত পাঁচ রাক'আত পড়লেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল যোহরের সলাত কি এক রাক'আত বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন, সে আবার কি? তারা বললেন, সলাত যে পাঁচ রাক'আত পড়লেন। এটা শুনে নাবী সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাজদাহ করলেন।

(বুখারী ১ম খণ্ড ১৬৩ পৃষ্ঠা। মুসলিম ১ম খণ্ড ২১২, ২১৩ পৃষ্ঠা। বুখারী আযমী প্রকাশনী হাদীস নং ১১৪৬, বুখারী আযমী হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬৪৬। আবু দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদীস নং ১০১৯, ১০২২। মিশকাত মাদরাসা পাঠ্য হাদীস নং ৯৫০।)

৩। সলাতের মধ্যে সন্দেহ হলে সালামের পূর্বে দু'টি সাজদাহ করতে হবে।

عن أبي سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك أحكمكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم رواه مسلم

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূল ^{পার্বত্য} বলেছেন : যদি তোমাদের কারও সলাতের মধ্যে সন্দেহ হয়, আর সে বলতে পারে না যে, তিন রাক'আত পড়েছে না চার রাক'আত। তখন সে যেন সন্দেহকে দূর করে দেয়। এবং নিশ্চিত রাক'আতের উপর ভিত্তি স্থাপন করে। অতঃপর সালামের পূর্বে দুটি সাজদাহ করে।

(মুসলিম ১ম খণ্ড ২১১ পৃষ্ঠা। বুখারী ১ম খণ্ড ১৬৪ পৃষ্ঠা, বুখারী আঃ প্রঃ ১ম খণ্ড হাদীস নং ১১৪২, ১১৫২, ১১৫৩। আবু দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ১০২৬, ১০২৮, ১০৩১, ১০৩২। তিরমিযী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৩৯৮। মিশকাত মাদরাসা পাঠ্য ২য় খণ্ড হাদীস নং ৯৪৮)

৪। সলাতের মধ্যের বৈঠক অর্থাৎ দু'রাক'আতের পরে বৈঠক ছুটে গেলেও সালামের পূর্বে দুটি সাজদাহ করতে হবে।

عن عبد الله بن بختيار رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فوجد سجدة وسجدتين وهو جالس ثم سلم *

আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : কোন এক সলাতে রসূলুল্লাহ ^{পার্বত্য} দু'রাক'আত আদায় করে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল। সলাত শেষ করার সময় আমরা যখন তাঁর সালাম ফিরার অপেক্ষায় ছিলাম তখন তিনি সালাম ফিরানোর পূর্বে তাকবীর বলে বসা অবস্থায় দুটি সাজদাহ করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন।

(বুখারী ১ম খণ্ড ১৬৩ পৃষ্ঠা। মুসলিম ১ম খণ্ড ২১১ পৃষ্ঠা। বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ১১৪৪, ১১৪৫, ১১৫১। বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬৪৫। মিশকাত নূর আদমী ৩য় ও মাদরাসা পাঠ্য ২য় খণ্ড হাদীস নং ৯৫২।)

ইক্বামাত হয়ে গেলে ফরয ছাড়া অন্য কোন সলাত নাই

ফজর বা অন্য কোন ফরয সলাতের জামা'আত শুরু হবার পর কেউ মসজিদে এলে অথবা কেউ সূনাত পড়া অবস্থায় থাকলে তাকে সূনাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হতে হবে। ইক্বামাতের পর সূনাত সলাত পড়া বৈধ নয়।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة رواه مسلم والبيهقي قيل يا رسول الله ولا ركعتين الفجر قال ولا ركعتين الفجر *

আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ^{পার্বত্য} বলেছেন : যখন জামা'আতের জন্য ইক্বামাত দেয়া হয় তখন ফরয ব্যতীত অন্য কোন সলাত নাই। বায়হাকীর বর্ণনায় আছে, রসূল ^{পার্বত্য} কে বলা হল ফজরের সূনাত দু'রাক'আতও পড়া যাবে না, রসূল ^{পার্বত্য} বললেন : ফজরের সূনাত দু'রাক'আতও পড়া যাবে না।

(বুখারী ১ম খণ্ড ১২১ পৃষ্ঠা। মুসলিম ১ম খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১৮১ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ১ম খণ্ড ৯৬ পৃষ্ঠা। নাসাই ১৩৮, ১৩৯ পৃষ্ঠা। ইবনু মাজাহ ৮১ পৃষ্ঠা। মিশকাত ৯৬ পৃষ্ঠা। শরহে সুন্নাহ ৩য় খণ্ড ৩৬১ পৃষ্ঠা। মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ২য় খণ্ড ৪৩৬ পৃষ্ঠা। বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুচ্ছেদ সহ হাদীস নং ৬২৮। মিশকাত মাদরাসা পাঠ্য হাদীস নং ৯৯১। বায়হাকী ২য় খণ্ড ৬৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস শরীক, মাওঃ আবদুর রহীম ২য় খণ্ড ৯৩, ৯৪ পৃষ্ঠা)

সালাম ফিরিয়ে ইমাম প্রত্যেক ফরয সলাতের পর মুক্তাদীর দিকে ঘুরে বসবে

আমাদের দেশে শুধু ফজর এবং আসর সলাতে ইমাম সালাম ফিরিয়ে মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসে। কিন্তু প্রত্যেক ফরয সলাত শেষে সালাম ফিরিয়ে ইমামের মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসা সুন্নাত। হাদীসে ফজর এবং আসরকে শুধু নির্দিষ্ট করা হয়নি।

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه رواه البخاري *

সামুরাহ বিন জুনদুব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ^{পার্বত্য} যখন কোন সলাত শেষ করতেন তখন আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন।

(বুখারী ১১৭ পৃষ্ঠা। মুসলিম ২৪৭ পৃষ্ঠা। মিশকাত ৮৭ পৃষ্ঠা। বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪৮৫, ৪৮৬। বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭৯৭, বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৮০৫। মিশকাত মাদরাসা পাঠ্য ২য় খণ্ড হাদীস নং ৮৮৩-৮৮৫)

সলাত শেষে যথাস্থানে বসে থাকার মর্যাদা

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه رواه البخاري

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ^{পার্বত্য} বলেছেন : তোমাদের কেউ যতক্ষণ তার সলাতের স্থানে থাকে তার ওয়ু ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফেরেশতামণ্ডলী এ বলে দু'আ করে যে, 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন, আপনি তাকে অনুগ্রহ করুন। (বুখারী আঃপ্রঃ ১ম খণ্ড নং ৬১৯, ইফকাঃ ১ম খণ্ড নং ৬২৬)

দু'জন লোক হলেও জামা'আত করে সলাত আদায়

অপরিহার্য

عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأتنا وأقمنا ثم ليؤمكما أكبركما رواه البخاري

মালিক বিন হুওয়াইরিস (রাযিঃ)-এর সূত্রে নাবী ^{পার্বত্য} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সলাতের সময় হলে তোমাদের দু'জনের একজন আযান দিবে এবং

ইমামত বলবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অধিক নয়সে বড় সে ইমামতি করবে। (বুখারী আঃখঃ ১ম হাঃ নং ৬১৮, ইঃফাঃ ১ম হাঃ নং ৬২৫)

একই মাসজিদে একই ওয়াক্তে একাধিক জামা'আত

নির্ধারিত ইমাম কর্তৃক জামা'আত হবার পরও প্রয়োজন বোধে একই মসজিদে একাধিকবার জামা'আত করা যাবে। এবং এক জন লোক একাধিক বার এক ওয়াক্তের সলাত জামা'আতে আদায় করতে পারবে। প্রথম বার ব্যতীত সব সলাত নফল হিসাবে গণ্য হবে।

عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه والبيهقي فقام أبو بكر فصلى معه وقد كان
صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مصنف عبد الرزاق عن أبي عثمان قال
مر بنا أنس بن مالك ومعه أصحاب له فقال أصليتم : قلنا نعم قال فنزل فأم أصحابه
فتقدم فصلى بهم والبيهقي عن أبي عثمان قال صلينا الغداة في مسجد بني رفاعه
وجلسنا

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেছে তখন রসূলুল্লাহ সলাত শেষ করেছেন। তখন নাবী বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে এই ব্যক্তির সাথে দাঁড়িয়ে সাদকা প্রদান করে সাওয়াব গ্রহণ করবে? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে পুনরায় সলাত আদায় করলেন। বাইহাকীর বর্ণনায় আছে যে, আবু বকর (রাযিঃ) দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে সলাত পড়লেন অথচ তিনি রসূলুল্লাহ-এর সাথে সলাত পড়ে ছিলেন। মুসান্নাফে আবদুর রায্যাকে আবু উসমান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন : তোমরা কি সলাত পড়েছ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। আবু উসমান বলেন, অতঃপর আনাস তাঁর আরোহী থেকে নামলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর সাথীদের ইমামতী করে তাঁদের নিয়ে সলাত পড়লেন। বায়হাকীর বর্ণনায় আছে উসমান বলেন : আমরা ফজরের সলাত পড়ে বানী রিফায়াহ মাসজিদে বসে ছিলাম।

(বুখারী ১ম খঃ বাব সহ ৮৯ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ৫৩ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ৬৫ পৃষ্ঠা। শরহে সান্নাহ ৩য় খঃ ৪৩৬ পৃষ্ঠা। মুসতাদারকে হাকেম ২০৯ পৃষ্ঠা। মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক ২য় খঃ ২৯২ পৃষ্ঠা। বাইহাকী ৩য় খঃ ৯৮, ৯৯ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ইঃফাঃ ১ম খঃ হাদীস নং ৫৭৪। তিরমিযী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম খঃ হাদীস নং ২২০। তিরমিযী আঃ নূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নং ২১৩)

মহিলাদের জামা'আতে উপস্থিত হয়ে সলাত আদায় বৈধ

عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد
معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهم ما يعرفهن أحد

আল্লিশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ফজরের সলাত আদায় করতেন আর তার সঙ্গে অনেক মুমিন মহিলা চাদর দিয়ে গা ঢেকে শরীক হত অতঃপর তারা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেত আর তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না। (বুখারী ১ম খঃ আঃখঃ হাঃ নং-৮১৫-৮২৪ ইঃফাঃ ৩৬৫, তিরমিযী ইঃ সেঃ ১ম খঃ হাঃ নং ৫৩২)

ফজরের জামা'আতের পর সূর্য উঠার পূর্বে ছুটে যাওয়া ফজরের সুন্নাত আদায় করা

ফজরের জামা'আতের পর সূর্য উঠার পূর্বে ছুটে যাওয়া ফজরের সুন্নাত আদায় করা বৈধ। এটা একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

عن ابن عمر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة

بعد الفجر الاسجدين رواه البيهقي *

আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ বলেছেন। ফজরের পর কোন সলাত নাই-দুই রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত। অর্থাৎ ফজরের ফরযের পর ছুটে যাওয়া সুন্নাত পড়া যাবে এটা ব্যতীত কোন সলাত নাই।

(দারাকুতনী ১ম খঃ ৪১৯ পৃষ্ঠা। সুনে কুবরা বায়হাকী ৩য় খঃ ৬৫৩, ৬৫৪ পৃষ্ঠা। শরহে সুন্নাহ ৩য় খঃ ৪৬০ পৃষ্ঠা। মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক ৩য় খঃ ৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস শরীক, মাওঃ আবদুর রহীম, ২য় খঃ ৯৮-১০০ পৃষ্ঠা)

عن قيس ابن عمرو أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم
يكن ركع ركعتي الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فركع ركعتي
الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه وفي أخرى رأى
النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتين فقال إنني لم أكن صليت الركعتين
اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم

কইস বিন আমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ এর সাথে ফজরের সলাত আদায় করেছেন। কিন্তু তিনি ফজরের সুন্নাত দু' রাক'আত আদায়

করতে পারেননি। যখন রসূলুল্লাহ <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup> সালাম ফিরালেন তখন তিনি দাঁড়ালেন অতঃপর দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করলেন। রসূলুল্লাহ <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup> তাঁর দিকে দেখতে ছিলেন এবং সেটাকে অপছন্দ করেননি। অপর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup> এক ব্যক্তি কে ফজরের পর দু'রাক'আত সলাত পড়তে দেখলেন, রসূলুল্লাহ <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup> বললেন, ফজরের সলাত দু'রাক'আত, দু'রাক'আত? সে লোকটি বলল- আমি ফজরের ফরযের পূর্বের দু'রাক'আত পড়িনি। সেটা এখন পড়লাম। রসূলুল্লাহ <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup> চুপ রইলেন।

(তিরমিযী ১ম খণ্ড ৯৬ পৃষ্ঠা। সহীহ ইবনু বুযাইমাহ ২য় খণ্ড ১৪৬ পৃষ্ঠা। মুসতাদারকে হাকেম ১ম খণ্ড ২৭৫ পৃষ্ঠা। মুসান্নাফে আবদুর রায্বাক ২য় খণ্ড ৪৪২ পৃষ্ঠা। মিশকাত নূর আযমী হাদীস নং ৯৭৭। বায়হাকী ২য় খণ্ড ৬৭৬, ৬৮০ পৃষ্ঠা।)

মাসজিদে প্রবেশ করে সলাত না পড়ে বসা নিষেধ

মাসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত সলাত পড়া সুন্নাত। নাবী <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup> মাসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত সলাত পড়ার পূর্বে বসতে নিষেধ করেছেন এবং বসার পূর্বে সলাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন নাবী <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup> এর বাণী :

عن أبي قتادة رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل

أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين - متفق عليه

আবু কাতাদাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup> বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মাসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সে দু'রাক'আত সলাত না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন না বসে।

عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد

فليركع ركعتين قبل أن يجلس متفق عليه

আবু কাতাদাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup> বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সলাত পড়ে। (বুখারী ১ম খণ্ড ৬৩, ১৫৬ পৃষ্ঠা। মিশকাত ৬৮ পৃষ্ঠা। বুখারী আঃ হক হাদীস নং ২৮৯। বুখারী ইঃ ফাঃ হাদীস নং ৪৩১। বুখারী তাওহীদ পাঃ হাঃ ৪৪৪। বুখারী আধুনিক প্রকাশনী হাদীস নং ৪২৫)

জুমু'আর খুৎবার সময় সুন্নাত পড়া

আমাদের দেশে জুমু'আর মাসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে বসে তারপর দাঁড়িয়ে সুন্নাত পড়ে এটা সুন্নাহ বিরোধী। বরং মাসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বেই কমপক্ষে দু'রাক'আত সলাত পড়তে হবে। খুৎবার সময় মাসজিদে প্রবেশ করলেও দু'রাক'আত পড়ে বসতে হবে। কারণ নাবী <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup> খুৎবা চলার সময়ও দু'রাক'আত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع وفي رواية دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت قال لا قال فصل ركعتين وفي أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجزز فيهما رواه البخاري

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, কোন এক জুমু'আর দিন নাবী <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup> লোকদের সামনে খুৎবা দিচ্ছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি আগমন করল। নাবী <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup> তাকে বললেন, হে অমুক তুমি কি সলাত আদায় করেছ? সে বলল, না। নাবী <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup> বললেন উঠ, সলাত আদায় কর। অন্য বর্ণনায় আছে এক জুমু'আর দিন নাবী <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup> খুৎবা দেয়ার সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করল। তিনি তাকে বললেন, সলাত পড়েছ কি? সে বলল, না। নাবী <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup> বললেন, উঠ দু'রাক'আত সলাত পড়। অপর এক বর্ণনায় রসূলুল্লাহ <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup> খুৎবা দেয়া অবস্থায় বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ইমাম খুৎবা দেয়া অবস্থায় মাসজিদে আগমন করে তখন সে যেন সংক্ষিপ্ত করে দু'রাক'আত সলাত পড়ে নেয়।

(বুখারী ১ম খণ্ড ১২৭, ১৫৬ পৃষ্ঠা। মুসলিম ২৮৭ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ১৫৯ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ৬৭ পৃষ্ঠা। নাসাই ২০৭ পৃষ্ঠা। ইবনু মাজাহ ৭৯ পৃষ্ঠা। মিশকাত ১২৩ পৃষ্ঠা। দারকুনী ২য় খণ্ড ১৩-১৬ পৃষ্ঠা। বুখারী তাওহীদ পাঃ হাঃ ৯৩০, ৯৩১, বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদীস নং ৮৮৩, ৮৮৪, ১০৯২, বুখারী আধুনিক প্রকাশনী হাদীস নং ৮৭৭, ৮৭৮, বুখারী আযীযুল হক হাদীস নং ৫২০ মিশকাত নূর আযমী ও মাদরাসা পাঠ্য ২য় খণ্ড হাদীস নং ১৩২৭।)

জুমু'আর সলাতে মহিলাদে অংশগ্রহণ

নিম্নের হাদীস মুসলিম মহিলাদের জুমু'আর সলাতে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

عن أم هشام بنت حارثة رضي الله تعالى عنها قالت : ما أخذت (ق) والقرآن

(المجيد) إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا

خطب الناس (رواه مسلم)

উম্মে হিশাম বিনতে হারিসাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সূরা ক্বফ রসূলুল্লাহ <sup>পার্বত্যাহ
আলাহুহি
ওয়াসাল্লাম</sup>-এর মুখ হতে শিক্ষা করেছি। তিনি সূরাটি প্রত্যেক জুমু'আর মিন্বারে উঠে লোকদেরকে খুৎবাহ দেয়ার সময় পড়তেন। (মুসলিম- ইঃ ফাঃ ৩য় খণ্ড হাদীস নং ১৮৮২, ১৮৮৩, ১৮৮৪, ১৮৮৫)

মাতৃভাষায় খুৎবা প্রদান

خطبة শব্দটির অর্থ বক্তৃতা। জুমু'আর দিন যে খুৎবাহ বা বক্তৃতা দেয়া হয়, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানুষদেরকে শর'ঈয়াতের আহকাম বিধি-বিধান নিয়ম কানুন শিক্ষা দেওয়া, যাতে করে মানুষ জীবনকে সঠিক সরল পথে পরিচালিত করতে পারে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হাসিল করতে পারে। তাইতো আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নাবী রসূলদেরকে তাঁদের নিজ ভাষা ভাষী করে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

আমি সমস্ত রসূলদেরকেই তাঁদের নিজ জাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি। যাতে তাদেরকে পরিষ্কার করে বোঝাতে পারে।" (সূরা ইবরাহীম ৪নং আয়াত)

আল্লাহর নাবী পার্বত্য বলেন :

عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم يبعث الله عز وجل

نبيا إلا بلغه قومه *

আবু যার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী পার্বত্য বলেছেন : মহান আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নাবীদেরকেই আপন জাতির ভাষাই প্রেরণ করেছেন

(মুসনাদে আহমাদ)

অতএব বুঝা গেল মানুষদেরকে বুঝানোর জন্য খুৎবা বা বক্তৃতা দিতে হবে তাদের নিজের ভাষায়। এখন যদি কেউ কোন বাংলা ভাষীকে আরবীতে কোন মাস'আলা শিক্ষা দেয় তাহলে তার কোন উপকারেই আসবে না। কারণ সে তো আরবী বুঝেনা। তাকে মাস'আলা বাংলাতেই শিক্ষা দিতে হবে। আর ইসলামের নিয়ম কানুন শিক্ষা দেয়ার জন্যই খুৎবা দেয়া হয়। খুৎবা না বুঝলে তা দেয়ার কোন মূল্যই নেই। নাবী পার্বত্য মাতৃভাষাই খুৎবা দিয়েছেন। আমাদেরকেও মাতৃভাষায় খুৎবা প্রদান করতে হবে। এটাই সুন্নাহ।

কারণ, নাবী পার্বত্য আরবীতে কথা বলেছেন সে অনুপাতে আমাদেরকে আরবীতে কথা বলা সুন্নাহ নয়। বরং তিনি মাতৃভাষায় কথা বলেছেন। আমরাও মাতৃভাষায় কথা বলতে বাধ্য, এটাই সুন্নাহ।

নবী পার্বত্য জুমু'আর খুৎবা দিয়েছেন দু'টি। অনুবাদের নামে বসে বসে খুৎবার সংখ্যা তিনটি করা নাবী পার্বত্য-এর আমলের বিপরীত, এটা গ্রহণীয় নয়। বসে বসে অনুবাদের নামে বাংলায় খুৎবা দেয়া হয় অথচ দাঁড়িয়ে বাংলায় খুৎবা দেয়া যাবে না কেন? তাই আসুন আর গোঁড়ামী নয়। বরং কুরআন ও হাদীসের

উপর আমল করি এবং তিনটি খুৎবা পরিত্যাগ করে মাতৃভাষায় দু'টি খুৎবাহ দিয়ে নাবী পার্বত্য-এর দুই খুৎবার অনুকরণ করি।

আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করে কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

মাগরিবের আযানের পর ফরযের পূর্বে সুন্নাহ পড়া

عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة - متفق عليه

আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী পার্বত্য বলেছেন, তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাক'আত সলাত আদায় কর। তোমরা মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত সলাত আদায় কর। কিন্তু তৃতীয় বার বললেন, যার ইচ্ছা পড়বে, এটা আমি এই জন্য বললাম যে লোকে এটাকে (অপরিহার্য) সুন্নাহ রূপে গ্রহণ না করে।

(বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদীস নং ১১০৭, ১১০৮। মিশকাত মাদরাসা পাঠ্য ২য় খণ্ড হাদীস নং ১০৯৭, ১১১১, ১১১৩। মিশকাত মূল খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠা।)

عن انس رضى الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا اذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى ان الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب ان الصلاة قد صليت من كثرة من يصلهما - رواه مسلم

আনাস (রাযিঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তখন মাদীনাতে ছিলাম যখন মুয়াযযিন মাগরিবের সলাতের আযান দিত, তখন লোকেরা তাড়াহুড়া করে মাসজিদের খুঁটিসমূহের দিকে যেতেন এবং দু'রাক'আত সলাত পড়তেন। এমন কি কোন নবাগত আগন্তুক ব্যক্তি এসে মাসজিদে প্রবেশ করলে সে লোকদের সলাত পড়ার অবস্থা দেখে মনে করত যে, সম্ভবত জামা'আত শেষ হয়ে গেছে। এই জন্য যে, ঐ দু'রাক'আত সলাত এত বেশী লোকে পড়ত। (মুসলিম, মিশকাত মাদরাসা পাঠ্য ২য় খণ্ড হাদীস নং ১১১২ মিশকাত মূল খণ্ড ১০৫ পৃষ্ঠা, বুখারী আযীযুল হক হাদীস নং ৬২৭, ৬২৮)

বিত্র সলাত তিন রাক'আতে সীমাবদ্ধ নয়

বিত্র অর্থ বে-জোড়। রাতের সলাতকে বে-জোড় করার জন্য বিত্র পড়া হয়। বিত্রকে আল্লাহ পছন্দ করেন, কেননা আল্লাহ বিত্র।

বিত্র বা বেজোড় সংখ্যা অনেকগুলো। যার মধ্যে দুই সংখ্যায়ও বে-জোড় আছে। কিন্তু আল্লাহ এক সংখ্যায় বে-জোড় বিধায় বিত্র এক সংখ্যা বে-জোড় অনুসারে পড়তে হয়। যেমন তিন, কিন্তু শুধু তিন সংখ্যাটিই যে এক সংখ্যায় বেজোড় তা নয়। বরং এক, তিন, পাঁচ, সাত ও নয় এই পাঁচটি সংখ্যাই এক মাত্র এক সংখ্যায় বে-জোড়। এই সংখ্যাগুলোর যে কোন একটি অনুসারে বিত্র পড়া যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ এক সংখ্যায় বে-জোড় এবং এক জনই। তিন জন বা পাঁচ, সাতজন নয়। সুতরাং এক রাক'আত বিত্র পড়া অতি উত্তম। তবে তিন, পাঁচ, সাত ও নয় রাক'আত পড়ার কথাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

এক রাক'আত, তিন রাক'আত ও পাঁচ রাক'আত বিত্রের দলীল

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من

آخر الليل رواه مسلم

আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ^{সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, বিত্র হল এক রাক'আত রাতের শেষাংশে।

عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحد فليفعل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه

আবু আইউব আনসারী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ ^{সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন বিত্র প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী। অবশ্য যে পাঁচ রাক'আত বিত্র পড়তে পছন্দ করে সে তা করতে পারে। আর যে তিন রাক'আত বিত্র পড়তে পছন্দ করে সে তা করতে পারে। যে এক রাক'আত বিত্র পড়তে পছন্দ করে সে তা করতে পারে।

(বুখারী ১৩৫, ১৫৩ পৃষ্ঠা। মুসলিম ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ২০১, পৃষ্ঠা। নাসাই ২৪৬, ২৪৭ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ১ম খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা। মিশকাত ১১১, ১১২ পৃষ্ঠা। বুখারী তাওহীদ পাঃ হাঃ ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৫, বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম খণ্ড হাদীস নং ১৩৭, ১৩৯, ১৪১। বুখারী আযীযুল হক হাদীস নং ৫৪০। বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৯৩২, ৯৩৪, ৯৩৬। মিশকাত নূর মোহাম্মদ আযমী ৩য় খণ্ড ও মাদরাসা পাঠ্য ২য় খণ্ড হাদীস নং ১১৮৫, ১১৮৬, ১১৮৭।)

পাঁচ রাক'আত বিত্র সম্পর্কে আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতামত

عن عبد الوارث بن سعيد قال سألت أبا حنيفة أوسئل أبوحنيفة عن الوتر فقال : فريضة

فقلت أوفيق له : فكم الفرض؟ قال خمس صلوات رواه ابن خزيمة في صحيحه

আব্দুল ওয়ারেস বিন সাঈদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আবু হানীফা (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছি অথবা আবু হানীফাকে বিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করা হলো। তিনি বললেন : ফরয। আমি বললাম অথবা তাঁকে বলা হলো কত রাক'আত ফরয? তিনি বললেন : পাঁচ রাক'আত ফরয। (সহীহ ইবনু খুযায়মা ২য় খণ্ড ১৩৭ পৃষ্ঠা)

তিন ও পাঁচ রাক'আত বিত্র সলাতে বৈঠক একটি

তিন ও পাঁচ রাক'আত বিত্র সলাতে শেষ বৈঠক ব্যতীত দু'রাক'আতের পরে কোন বৈঠক নেই। তিন, পাঁচ রাক'আত বিত্র পড়লে সর্বশেষে বৈঠক করে সলাত শেষ করতে হবে।

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا

آخرهن رواه البيهقي والحاكم وعبد الرزاق *

মা আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূল ^{সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তিন রাক'আত বিত্র পড়েছেন। শেষ রাক'আত ব্যতীত তিনি বৈঠক করেননি। (বাইহাকী ৩য় খণ্ড ৪১-৪৩ পৃষ্ঠা। মুসতাদদরাক হাকেম ১ম খণ্ড ৩০৫ পৃষ্ঠা। মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক ৩য় খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠা)

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.

মা আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ^{সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} রাত্রে ১৩ রাক'আত সলাত পড়তেন। তন্মধ্যে পাঁচ রাক'আত বিত্র পড়তেন, যার শেষ রাক'আত ছাড়া তিনি আর কোথাও বসতেন না। (বুখারী। মুসলিম ১ম খণ্ড ২৫৪ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ১৮৯ পৃষ্ঠা। নাসাই ২৫০ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ১০৫ পৃষ্ঠা। মিশকাত ১১১ পৃষ্ঠা। মিশকাত নূর মোহাম্মদ আযমী ৩য় খণ্ড ও মাদরাসা পাঠ্য ২য় খণ্ড হাদীস নং ১১৮৭)

সাত ও নয় রাক'আত বিত্রের দলীল

عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر تسع ركعات فلما أسن وثقل

أوتر بسبع رواه ابن خزيمة في صحيحه *

আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নাবী ^{সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} নয় রাক'আত বিত্র পড়তেন। যখন তাঁর বয়স বৃদ্ধি পেলে এবং তিনি ভারী হয়ে গেলেন তখন তিনি সাত রাক'আত বিত্র পড়েছেন।

(সহীহ ইবনে খুযায়মা ২য় খণ্ড ১৪৩ পৃষ্ঠা, মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড ২৫৬ পৃষ্ঠা। নাসারী ১ম খণ্ড ১৯২, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর নাবী ^{সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} সাত এবং নয় রাক'আত বিত্রের মধ্যে দু'টি বৈঠক করেছেন। যখন সাত রাক'আত পড়েছেন, তখন ছয় রাক'আতের পর এবং শেষ বৈঠক এবং যখন নয় রাক'আত পড়েছেন তখন, আট রাক'আতের পর এবং শেষ

বৈঠক করে সলাত শেষ করেছেন। দীর্ঘ ও লম্বা হাদীস হবার কারণে হাদীসটি উল্লেখ করা হল না। (দেখুন মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড ২৫৬ পৃষ্ঠা)

ঈদের সলাতের তাকবীর সংখ্যা

হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ ও নাসাঈ শরীফ এই তিনটি কিতাবে ঈদের সলাতের তাকবীর সম্পর্কে কোন হাদীস নেই। বাকী সব হাদীসের কিতাবগুলিতে ১২ তাকবীর সম্পর্কে ১৫০টির অধিক হাদীস রয়েছে। কিন্তু ছয় তাকবীরের কোন অস্তিত্ব হাদীসের কিতাবে এমন কি ফিক্‌হের কিতাবেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

অতএব সকল প্রকার গোঁড়ামী ও মাযহাবী মত ছেড়ে হাদীসের উপর আমল করার জন্য আমাদের আহ্বান রইল।

قال الشافعي سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت عطاء ابن أبي رباح يقول سمعت عبدالله بن عباس يقول اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كبر في صلاة العيدين في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، وهذا اصح اسنادا وأوثق رجالا وأثبت لفظا لأنه جاء بقوله سمعت اخرجه الشافعي في الأم *

ইমাম শাফেয়ী বলেন : আমি সুফিয়ান বিন উয়াইনাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি আতা বিন আবু রাবাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি দু'ঈদের সলাতের প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সাত তাকবীর দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর তাকবীর ব্যতীত পাঁচ তাকবীর দিয়েছেন।

এ ইসনাদ অধিক সহীহ এবং রাবীগণ অধিক নির্ভরযোগ্য এবং অধিক প্রতিষ্ঠিত শব্দে বর্ণিত কেননা এ হাদীস সামিতু বা আমি নিজে শুনেছি শব্দ দ্বারা এসেছে।

(ইমাম শাফেয়ীর কিতাবুল উলম ১ম খণ্ড ঈদের সলাতে তাকবীর অনুচ্ছেদ ২৩৬ পৃষ্ঠা, হাবীল কাবীর ২য় খণ্ড ৪৯০ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ১৬৩ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ১ম খণ্ড ৭০ পৃষ্ঠা। ইবনে মাজাহ ৯১ পৃষ্ঠা। মিশকাত ১ম খণ্ড ১২৬ পৃষ্ঠা। বাইহাকী ৩য় খণ্ড ৪০৬ পৃষ্ঠা। দারেমী ১ম খণ্ড ৩৭৬ পৃষ্ঠা। মুসতাদরাক হাকিম ১৯৮ পৃষ্ঠা। সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ২য় খণ্ড ৩৪৬ পৃষ্ঠা। দারকুতনী ২য় খণ্ড ৪৯ পৃষ্ঠা। মুসনাদে আহমদ ৬ষ্ঠ খণ্ড ৭০ পৃষ্ঠা। মুসনাদে আবদুর রায্বাক ৩য় খণ্ড ২৯৫ পৃষ্ঠা। কানযুল উমাল ৮ম খণ্ড ৬৩৮ পৃষ্ঠা। মিশকাত নূর মোহাম্মদ আযমী ৩য় খণ্ড ও মাদরাসা পাঠ্য হাদীস নং ১৩৫৭। তিরমিযী ইং ফাঃ ২য় খণ্ড হাদীস নং ৫৩৬। আবু দাউদ ইং ফাঃ ২য় খণ্ড হাদীস নং ১১৫৯। মুয়াত্তা মালিক ৬৩ পৃষ্ঠা। মুয়াত্তা মুহাম্মদ বাংলা ১২৯ পৃষ্ঠা হাদীস নং ২৩৯। বিত্তারিত দেখুন তাকবীরাতুল ঈদাইন বা ঈদের সলাতের তাকবীর সংখ্যা, হাদীস শরীফ, মাওঃ আব্দুর রীহম, ২য় খণ্ড ২৭১ পৃষ্ঠা)

ঈদের সলাতের তাকবীরসমূহে হাত উত্তোলন

عن عمر بن الخطاب انه صلى صلاة العيد فكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة - كتاب الخلاف الفقهي *

উমার বিন খাতাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি ঈদের সলাত পড়েছেন। প্রথম রাক'আতে তিনি সাত তাকবীর এর দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিয়েছেন এবং প্রত্যেক তাকবীরে দুই হাত উত্তোলন করেছেন। (কিতাবুল খিলাফ আল-ফিকহিইয়াহ ইবনু জাওযী ১ম খণ্ড ১০০ পৃষ্ঠা। বায়হাকী ৩য় খণ্ড ৪১২ পৃষ্ঠা)

মহিলাদের ঈদের জামা'আতে যোগদান

আমাদের দেশে মহিলাদেরকে ঈদের সলাতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাদেরকে ঈদের সলাত পড়তে না দিয়ে তাদের অধিকার ও পূর্ণের কাজ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। এটা সম্পূর্ণরূপে রসূলুল্লাহ -এর নির্দেশের বিপরীত। বরং মহিলাদেরকেও পূর্ণ পর্দার সাথে ঈদের জামা'আতে শরীক হবার সুযোগ করে দিতে হবে।

عن ام عطية رضى الله عنها قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين ونوات الخدر فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض من مصلينهن قالت امرأة يا رسول الله احدنا ليس لها جلباب قال لتبسها صاحبته من جلبابها متفق عليه

উম্মে আতিয়াহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমাদের ঋতুবতী মহিলাগণ ও পর্দানশীল মহিলাগণ যেন দুই ঈদের দিনেই ঈদগাহে বের হয়। যাতে তারা মুসলমানদের জামা'আতে উপস্থিত হতে পারে এবং দু'আয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। আর ঋতুবতী নারীরা তাদের সলাতের স্থান হতে একপাশে সরে বসে। তখন এক মহিলা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারও কারও কাছে শরীর ঢাকার মত বড় চাদর নেই! রসূলুল্লাহ বললেন, তার বান্ধবী আপন চাদর ধার হিসাবে পরাবে।

(বুখারী ১৩৩ পৃষ্ঠা। মুসলিম ২৮৯, ২৯০ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ১৭৭ পৃষ্ঠা। সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ২য় খণ্ড ৩৬১ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ১১৯ পৃষ্ঠা। মিশকাত ১২৫, ১২৬ পৃষ্ঠা। বুখারী তাহযীদ পাঃ হাঃ ৯৭১, ৯৭৪, ৯৭৮-৯৮১। বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদীস নং ৯২০, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৭-৯২৯। বুখারী আঃ হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৫৩৬। বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৯১৫, ৯১৮, ৯২২-৯২৪। মিশকাত নূর মোহাম্মদ আযমী ৩য় খণ্ড ও মাদরাসা পাঠ্য ২য় খণ্ড হাদীস নং ১৩৪৫, ১৩৪৭।)

তারাবীহ'র সলাত আট রাক'আত

রসূলুল্লাহ ^{পাঠ্যসিদ্ধান্ত} রামায়ান মাসে আট রাক'আতের বেশী তারাবীহ পড়েননি। উমার (রাযিঃ)ও আট রাক'আত তারাবীহ চালু করেছেন। রসূলুল্লাহ ^{পাঠ্যসিদ্ধান্ত} রামায়ান মাসের রাতে মোট ১১ (এগার) রাক'আত সলাত পড়তেন। আট রাক'আত তারাবীহ এবং তিন রাক'আত বিতর।

عن عائشة رضی الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة - متفق عليه

জননী আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রামায়ান ও রামায়ান ব্যতীত অন্য সময় রসূলুল্লাহ ^{পাঠ্যসিদ্ধান্ত} -এর রাতের সলাত ১১ (এগার) রাক'আতের বেশী ছিল না।

عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال امر ابي بن كعب وتميما الداري ان يقوموا للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة كان القاري يقرأ بالثنتين حتى كنا نعتد على العصا من طول القيام فما كنا ننصرف الا فروغ الفجر - رواه مالك

সায়ের বিন ইয়াযীদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার (রাযিঃ) উবাই বিন কা'আব ও তামীমুদ্দারীকে রামায়ান মাসে লোকদেরকে ১১ (এগার) রাক'আত সলাত পড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর ইমাম একশত আয়াতের অধিক আয়াত বিশিষ্ট সূরাসমূহ পড়তে থাকেন যাতে আমরা দীর্ঘ সময় দাঁড়ানোর কারণে লাঠিতে ভর দিতে বাধ্য হতাম। তখন আমরা ফজরের কাছাকাছি সময় ব্যতীত উক্ত নফল সলাত হতে অবসর গ্রহণ করতে পারতাম না।

(বুখারী ১ম খণ্ড ১৫৪, ২৬৯ পৃষ্ঠা। মুসলিম ২৫৪ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১৮৯ পৃষ্ঠা। নাসাই ১৪৮ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ৯৯ পৃষ্ঠা। ইবনু মাজাহ ৯৭, ৯৮ পৃষ্ঠা। মুয়াত্তা মালিক ১৩৮ পৃষ্ঠা। সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৩য় খণ্ড ৩৪১ পৃষ্ঠা। যাদুল মায়াদ ১ম খণ্ড ১৯৫ পৃষ্ঠা। বুখারী ইসলামীক ফাউন্ডেশন ৩য় খণ্ড হাদীস নং ১০৮১, ১৮৮৩, ৩৩১৩। বুখারী তাওহীদ পাঃ হাঃ ১১৪৭, ৩২০১৩, ৩৫৬৯ বুখারী আঃ হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬০৮। বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ১০৭৬, ১৮৭০, ৩৩০৫ দ্বিতীয় খণ্ড হাদীস নং ১৮৭০। মিশকাত নূর মোহাম্মদ আযমী ৩য় খণ্ড ও মাদুরাসা পাঠ্য ২য় খণ্ড হাদীস নং ১২২৮। সাগাহিক সোনার বাংলা ৩৬ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ৯ই রামায়ান ৯ই জানুয়ারী ১৯৯৮ইং তরুবার ৩য় পৃষ্ঠা, হাদীস শরীফ মাওঃ আব্দুর রহীম ২য় খণ্ড ৩৯০ পৃষ্ঠা)

জানায়ার সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ

জানায়ার সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যিক। কেননা, সূরা ফাতিহা হলো উত্তম দু'আ। জানাযা সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা নাবী ^{পাঠ্যসিদ্ধান্ত} থেকে প্রমাণিত।

عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهم

على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا انها سنة رواه البخاري

তালহাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আউফ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) এর পিছনে জানায়ার সলাত আদায় করেছি। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন এবং জানাযা শেষে বললেন, যেন লোকেরা জেনে নেয় যে জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত।

(বুখারী ১ম খণ্ড ১৭৮ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ২য় খণ্ড ৪৫৫ পৃষ্ঠা। নাসাই ২৮১ পৃষ্ঠা। ইবনু মাজাহ ১০৮, ১০৯ পৃষ্ঠা। মিশকাত ১৪৫ পৃষ্ঠা। যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ৩১২ পৃষ্ঠা। বুখারী তাওহীদ পাঃ হাঃ ১৩৩৫। বুখারী ইসলামীক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ১২৫৪। বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ১২৪৭। মিশকাত নূর মোহাম্মদ আযমী ৪র্থ খণ্ড হাদীস নং ১৫৬৫, ১৫৮৩, হাদীস শরীফ- মাওলা আব্দুর রহীম, ২য় খণ্ড ৩০৬, ৩০৭ পৃষ্ঠা)

জানায়ার তাকবীরসমূহে হাত উত্তোলন

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع

يديه في كل تكبيرة رواه الدارقطني في علله سنن الدارقطني *

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রসূল ^{পাঠ্যসিদ্ধান্ত} যখন জানায়ার সলাত পড়তেন, তখন প্রত্যেক তাকবীরে হাত উত্তোলন করতেন।

(দারাকুতনী তায়ালীকসহ ১ম খণ্ড ১৯২ পৃষ্ঠা, বুখারী কিতাবুল রক্বইল ইয়াদাইন ১৫৪-১৫৭ পৃষ্ঠা)

জানায়ার সলাতে মহিলাদের অংশ গ্রহণ

عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة انها لما توفي سعد بن أبي

وقاص ارسل ازواج النبي صلى الله اليه وسلم ان يمرروا بجنازته في المسجد فيصلين

عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه *

আব্বাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু যুবা'ইর (রাযিঃ) আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেন, সাদ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রাযিঃ)-এর ইন্তিকালের পর নাবী ^{পাঠ্যসিদ্ধান্ত} -এর স্ত্রীগণ তাঁর জানাযা মাসজিদে নিয়ে আশার জন্য সংবাদ পাঠালেন। যাতে তাঁরা তাঁর জানায়ার সলাত আদায় করতে পারেন। তাঁরা তাই করলেন এবং তাঁর জানাযা তাঁদের হজরার সামনে রাখা হলো। তাঁরা তাঁর জানায়ার সলাত আদায় করলেন।

(মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড ৩১২, ৩১৩ পৃষ্ঠা, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭ম কণ্ড ৩৩৬ পৃষ্ঠা, বাইহাকী ৪র্থ খণ্ড ৮৪-৮৬ পৃষ্ঠা, মুসলিম ইসলামীক ফাউন্ডেশন হাদীস নং ২১২০-২১২২ পর্যন্ত)

গায়েবানা জানাযা

জানাযা পড়া হয়নি এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে নাবী ^{পারহাযাহ} গায়েবানা জানাযা ^{আল্লাহের} পড়েছেন- এটাই সুন্নাত।

عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اصحمة النجاشي فكيراربعاً رواه البخاري وفي رواية عن حذيفة بن أسيد رض: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم فقال صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم قالوا من هو يارسول الله قال صحمة النجاشي فقاموا فصلوا عليه رواه احمد في مسنده فتح الرباني *

জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ^{পারহাযাহ} আবী সিনিয়ার বাদশা আসহামা ^{আল্লাহের} নাজ্জাশীর জানাযার সলাত চার তাকবীরে পড়েছেন- (বুখারী)। অন্য বর্ণনায় ^{আল্লাহের} হুযাইফাহ বিন উসাইদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রসূল এসে বললেন : তোমরা তোমাদের ভাইয়ের প্রতি জানাযার সলাত পড়। যে তোমাদের অন্য দেশে মৃত্যুবরণ করেছে।

সাহাবাগণ বললেন : হে আল্লাহর রসূল! তিনি কে? নাবী ^{পারহাযাহ} বললেন : ^{আল্লাহের} আবী সিনিয়ার বাদশা সুহমা নাজ্জাশী। সাহাবাগণ দাঁড়ালেন এবং তাঁর গায়েবী জানাযার সলাত পড়লেন। (মুসনাদে আহমাদ, ফতহুর রাস্মানী ৭ম খণ্ড ২২০ পৃষ্ঠা, ইবনু মাজাহ ১ম খণ্ড ১১০-১১১ পৃষ্ঠা, মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদীস নং ২০৭১-২০৭৭ পর্যন্ত)

সঠিক সময়ে সলাত পড়ার গুরুত্ব ও ফাযীলাত

পাঁচ ওয়াক্ত সলাত যেরূপ ফরয। তা আদায় না করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তেমনিভাবে নির্ধারিত সময় সলাত আদায় ফরয এবং তা নির্ধারিত সময় আদায় না করলে ফরয অমান্য করার দরুণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেননা, নির্ধারিত সময় তা আদায় করা মুমিনদের জন্য আল্লাহ ফরয করে দিয়েছেন।

إن الصلوة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً : মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী :

নিশ্চয় সলাত মুসলমানদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করা ফরয। নাবী ^{পারহাযাহ} -এর বাণী-

عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلوة على وقتها رواه البخاري، وللمسلم عنه قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة قال الصلوة على مواقيتها رواه مسلم *

'আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ^{পারহাযাহ} -কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজটি আল্লাহর নিকট সবচাইতে প্রিয়? তিনি বললেন, ঠিক সময়ে সলাত আদায় করা। মুসলিম শরীফে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ

(রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : হে আল্লাহর নাবী ^{পারহাযাহ} ! কোন আমল ^{আল্লাহের} জান্নাতের অতি নিকটবর্তী করে দেয়? নাবী বললেন : সঠিক সময়ে সলাত আদায় জান্নাতের অতি নিকটবর্তী করে দেয়। (বুখারী ১ম খণ্ড ৭৬ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১ম খণ্ড ৬২ পৃষ্ঠা, বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪৯৬)

পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের সময়

নিম্নে আমরা দু'টি হাদীসের মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের নির্ধারিত সময় উল্লেখ করলাম।

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب مالم يغيب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان رواه مسلم

'আবদুল্লাহ বিন 'আমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ^{পারহাযাহ} বলেছেন, যোহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়- যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে এবং শেষ হয়, যখন মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান হয়, যে পর্যন্ত না আসরের সময় উপস্থিত হয়।

'আসরের ওয়াক্ত লোকের ছায়া তার সমান হওয়া থেকে আরম্ভ করে সূর্যের হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এবং মাগরিবের সলাতের ওয়াক্ত সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে শাফাক বা লালিমা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত। এবং 'ইশা সলাতের ওয়াক্ত মাগরিবের সময়ের পর থেকে শুরু করে অর্ধ রাত পর্যন্ত।

ফজরের সলাতের ওয়াক্ত সুবহি সাদিক হতে শুরু করে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত। যখন সূর্যোদয় আরম্ভ হয়, তখন সলাত থেকে বিরত থাকবে। কেননা সূর্য উদিত হয় শয়তানের দুই শিং এর মধ্য দিয়ে। (মুসলিম ১ম খণ্ড ১২২-১২৩ পৃষ্ঠা)

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبرائيل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلّى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلّى بي المغرب حين افطر الصائم وصلّى بي العشاء حين غاب الشفق وصلّى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلّى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلّى بي المغرب حين افطر الصائم وصلّى بي العشاء إلى ثلث الليل

وصلى بي الفجر فاسفر ثم التفت إلى فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت
ما بين هذين الوقتين رواه ابوداود والترمذي

‘আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ ^{পার্বত্য} ^{আল্লাহর} ^{আল্লাহর} বলেছেন, জিব্রাঈল (আঃ) কা’বা ঘরের নিকটে দু’বার আমার ইমামতি করেছেন। (প্রথমবারে) তিনি আমাকে যোহর পড়ালেন, যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল। তা ছিল জুতার ফিতার প্রস্থের পরিমাণ এবং আসর পড়ালেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তাহার একগুণ হল এবং আমাকে মাগরিব পড়ালেন যখন রোযাদার ইফতার করে এবং ‘ইশা পড়ালেন যখন শাফাক্ব বা লালিমা অদৃশ্য হল আর ফজর পড়ালেন যখন রোযাদারের উপর পানাহার হারাম হয়। যখন দ্বিতীয় দিন আসলেন তিনি আমাকে যোহরের সলাত পড়ালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার একগুণ হল এবং আসর পড়ালেন, যখন কোন বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হল এবং মাগরিব পড়ালেন যখন রোযাদার ইফতার করে এবং ‘ইশা পড়ালেন যখন রাতের এক তৃতীয় অংশ অতিবাহিত হল। এবং ফজরের সলাত পড়ালেন যখন উষা বা সুবহে সাদিক আলোক উদ্ভাসিত হল। অতঃপর আমার দিকে লক্ষ করে বললেন, হে মুহাম্মদ! এটা আপনার পূর্বকার নাবীগণের সলাতের সময়। সলাতের সময় এই দুই প্রদর্শিত সময়ের মধ্যখানে।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, দেখুন বুখারী ৭৭, ৭৮ থেকে ৮৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। মুসলিম ১ম খণ্ড ২২১ থেকে ২৩১ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ৩৮ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৫৯ পৃষ্ঠা, বুখারী আঃ ধঃ ১ম খণ্ড হাদীস নং ৫১৪, ৫১৮, ৫২০, ৫২৭, ৫৩২, ৫৪১-৫৪৪। মিশকাত নূর মোহাম্মদ আযমী ও মাদারাসা পাঠ্য হাদীস নং ৫৩৪, ৫৩৬, ৫৩৮, ৫৪০, ৫৪৪, ৫৪৮-৫৫০, ইসলামিয়াত বি.এ. হাদীস পর্ব ৩-১০ পৃষ্ঠা)

সলাতের নির্ধারিত সময়ে জামা‘আত না হলে একা সলাত আদায় করতে হবে

عن ابي ثرقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك
امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها او يمتيتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرنى قال
: صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة وفي رواية قال سيكون
بعدى امراء يمتيتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها وفيه قال صل الصلاة لوقتها فان
ادركت الصلاة معهم فصل ولا تقل انى قدصليت فلا اصلى رواه مسلم *

আবু য়ার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে রসূলুল্লাহ ^{পার্বত্য} ^{আল্লাহর} ^{আল্লাহর} বলেছেন : যখন আমীর বা নেতাগণ সলাতকে তার ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব করে পড়বে অথবা সলাতকে তার সময় থেকে হত্যা করে ফেলবে, তখন তুমি কেমন করবে?

আবু য়ার বলেন : আমি বললাম, আপনি আমাকে কি নির্দেশ করেন। নাবী ^{পার্বত্য} ^{আল্লাহর} ^{আল্লাহর} বললেন : তুমি সলাতকে ওয়াক্তমত পড়। অতঃপর যদি তাদের সাথে পাও তাহলে আবার সলাত পড়। আর সেটা তোমার জন্য নফল হবে।

অন্য বর্ণনায় নাবী ^{পার্বত্য} ^{আল্লাহর} ^{আল্লাহর} বলেন : অতিসত্তুর আমার পরে এমন একটি সময় আসবে আমীর বা নেতাগণ সলাতকে তার সঠিক সময় থেকে মেরে ফেলবে। তখন তুমি সলাতকে তার ওয়াক্তমত পড়। অপর বর্ণনায় নাবী ^{পার্বত্য} ^{আল্লাহর} ^{আল্লাহর} এটাও বলেছেন : সলাতকে সময়মত পড় এবং তাদের সাথে যদি তুমি সলাত পাও তাহলে পড়ে নাও। কিন্তু একথা বলো না যে, আমি সলাত পড়েছি। অতএব সলাত পড়ব না। (তাহলে তার উপর যুলুম আসতে পারে)।

(মুসলিম ১ম খণ্ড ২৩০, ২৩১ পৃষ্ঠা। মুসনাদে আবু আওয়ালা ১ম খণ্ড ৪১২, ৪১৩ পৃষ্ঠা)

দু’ ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায়

১। সফর অবস্থাকালীন দু’ ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায় :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سبر ويجمع بين المغرب والعشاء.

ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরের দ্রুত চলার সময় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আসরের সলাত একত্রে আদায় করতেন। আর মাগরিব এশা একত্রে আদায় করতেন। (বুখারী আঃ ধঃ ১১৩৮, ইফকাঃ ১০৪২, মুসলিম ইফকাঃ ৩য় খণ্ড নং ১৪৯১ হতে ১৫০২ পর্যন্ত, তিরমিযী ইফকাঃ ৫১৯, ৫২০ নং হাদীস)

২। বাসস্থানে দু’ ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায় :

عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر
والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال
كي لا يخرج أمته رواه مسلم

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ^{পার্বত্য} ^{আল্লাহর} ^{আল্লাহর} কোন প্রকার ভয়-ভীতি বা বৃষ্টি বাদল ছাড়াই মাদীনায় যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন। রাবী বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কেন তিনি এল্পপ করলেন? তিনি বললেন, যেন তাঁর উম্মাতের কোন কষ্ট না হয়। (মুসলিম- ইফকাঃ ৩য় হাদীস নং ১৫০৩ থেকে ১৫০৭ পর্যন্ত)

আখেরী যোহর ও ‘উমরী কাযা বিদ’আত না সুন্নাহ ?

রসূলুল্লাহ ^{পার্বত্য} ^{আল্লাহর} ^{আল্লাহর} এবং তাঁর লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরাম থেকে জুমু‘আর সলাত পড়ার পর যোহরের নিয়াতে চার রাক‘আত সলাত পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এমনকি ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) সহ কোন ইমামদের থেকে এই সন্দেহ বশতঃ আখেরী যোহর পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব এটা বিদ’আত। (হানাফী হাদীসী কাবীর ৫১২ পৃ, দুররে মোহতার ১ম খণ্ড ৭ পৃ, এতহা উপ শাময়াত্ব ২২৬ পৃ)

এমনিভাবে 'উমরী কাযা' নামে জীবনে ছুটে যাওয়া যে সলাত পড়া হয় এটাও বিদ'আত। কোন মুসলিম যখন সম্পূর্ণরূপে সলাতকে ছেড়ে দেয়, তখন সে মুসলিম থাকে না। কাফির, মুশরিক হয়ে যায়। যেমন নাবী পার্বত্য আল-শারী আল-শারী আল-শারী -এর বাণী :

عن جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين

الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة - رواه مسلم

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ পার্বত্য আল-শারী আল-শারী আল-শারী কে বলতে শুনেছি যে, মুসলিম ব্যক্তির এবং কাফির ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য সলাত পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ সলাত পরিত্যাগকারী মুশরিক বা কাফির। (মুসলিম ১ম খণ্ড ৬১ পৃষ্ঠা)

সাহাবাগণ সলাত ত্যাগকারীকে কাফির জানতেন। কাফির, মুশরিক ব্যক্তি যখন খাঁটি তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করবে তখন সে মুসলিম হয়ে গেল। আর ইসলাম পিছনের সমস্ত গুনাহকে মোচন করে দেয়। যেমন নাবী পার্বত্য আল-শারী আল-শারী আল-শারী এর বাণী :

عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الإسلام يهدم

ما كان قبله رواه مسلم

'আমর বিন আস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল পার্বত্য আল-শারী আল-শারী আল-শারী বলেছেন, নিশ্চয় ইসলাম (ইসলাম গ্রহণকারীর) তার পূর্বের সমস্ত গুনাহকে মুছে দেয় অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণকারীর সমস্ত গুনাহ মোচন হয়ে যায়। (মুসলিম ১ম খণ্ড ৭৬ পৃষ্ঠা)

অতএব, সলাত পরিত্যাগ করার পর যে পূনরায় সলাত দৃঢ়ভাবে আদায় শুরু করল এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে, সে আর সলাত ছাড়বে না, তার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তার পূর্বের জীবনের সলাত আর আদায় করতে হবে না। আদায় করলে বিদ'আত রূপে গণ্য হবে। যেহেতু এর কোন প্রমাণ নেই।

পুরুষ ও মহিলাদের সলাতের মধ্যে পার্থক্য করণ

আমাদের দেশে পুরুষ ও মহিলাদের সলাতের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু কোন সহীহ হাদীসে নিম্ন বর্ণিত স্থান ব্যতীত পুরুষ ও মহিলাদের সলাতের মধ্যে কোন পার্থক্যের কথা পাওয়া যায় না। বরং পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সলাতের পদ্ধতি একই রকম।

১। বালগা (প্রাপ্তবয়স্ক) মহিলাদের সলাত চাদর ব্যতীত কবুল হবে না।

(মিশকাত ৭৩ পৃষ্ঠা)

২। সলাতের ভুল হলে মহিলারা হাতের উপরে হাত মেরে শপথ করবে, আর পুরুষরা "সুবহানাল্লাহ" বলবে। (বুখারী আ.প্র. ১১২৫, ১১৩৯ ও বুখারী তাওহীদ প্রেস ১২০৩, ১২০৪। মিশকাত ৯১ পৃষ্ঠা)

৩। মহিলা ইমাম পুরুষ ইমামের মত সামনে একা না দাঁড়িয়ে মহিলা মুক্তাদিদের কাতারের মাঝেই দাঁড়াবেন। (দারকুত্বী ১ম খণ্ড ৪০৩-৪০৫ পৃষ্ঠা, আইনী জোহফা ২২৫ পৃষ্ঠা)

৪। মহিলারা পুরুষদের সহিত জামা'আতে সলাত আদায় করলে, তারা একবারে পিছনের কতারে দাঁড়াবে। (মিশকাত)

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين *

তাওহীদ পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইয়ের তালিকা

* তাফসীর তাইসীরুল কুরআন-অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

** সহীহ বুখারী-সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

১। প্রণতির স্রোতে ভাসমান নারী- এ

২। ইসলামী বালা শিক্ষা- এ

৩। Tense শেখা অতি সহজ- এ

৪। আল-কুরআনের পল্লভ তিন- মাওলানা মোহাম্মদ নোমান

৫। সহীহ নামায ও আসনুন দু'আ শিক্ষা- মাওলানা আব্দুস সাত্তার খ্রিশালী

৬। সহীহ নামায শিক্ষা- (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে ফজল

৭। মুসলিম জিজ্ঞাসার মাহাবাবের কোন একটির অনুসরণে বাধ্য- অনুবাদ : মোঃ মোজাম্মেল হক

৮। ফাটাওয়া আরকানুল ইসলাম- মূল : সালিহ আল উসাইমীন।

৯। আহলে হাদীস কি ও কেন?- আবদুর রউফ খুলনা।

১০। অভ্যস্ত উপকারী সকাল সন্ধ্যার তাসবীহ ও দু'আ- মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী

১১। রনুহ মোচনের দু'আ- এ

১২। সংশয় ও বিম্বস্তির বেড়া জালে মুনাজাত- আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

১৩। সলাত সম্পাদনের পদ্ধতি- মূল : নাসিরুদ্দীন আলবানী, অনুবাদ : এ

১৪। সহীহ বুখারীয়ে মুহাম্মাদী- (১ম খণ্ড) সম্পাদনায় : মোঃ নোমান ও আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

১৫। চার মাহাবাবের মহামতি ইমামগণের ঐকমত্য অনুসারে সলাত আদায়ের পদ্ধতি-

১৬। তরীকারে মোহাম্মাদীয়া- (১ম ও ২য়) মোহাম্মদ মতিউর রহমান মোহাম্মাদী সালাহী

১৭। উল্টা বুঝিল রাম ও সাধু সাবধান- মোহাম্মদ আবু তাহের বর্ধমানী

১৮। সত্যের আলো ১৯। গিরাওয়াল বাযু- ২০। গিরাতুলে আজবলীলা- এ

২১। দীন প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের করণীয়- ড. মুহাম্মাদ মুযাম্মিল আলী

২২। বিতর সলাত- মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-কাফী

২৩। আল-কুরআনের অমিয় বাণী- সাদরুদ্দীন আহমাদ ইবনু আসমতুল্লাহ

২৪। বেহেশতের সরল পথ- এ

২৫। জুইল কিরাআত- অনুবাদ : খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান

২৬। জুইল রফইল ইয়াদাসিন- এ

২৭। তাফসীর কুরত্বী- অনুবাদ ও তাহকীক সংযোজন : মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন

২৮। তাকলীদ- হাদীস অমান্য করার ভয়াবহ চক্রান্ত- অধ্যাপক আবদুন নূর সালাহী

২৯। ইলমে গায়েব- ৩০। সুলতান বনাম বিদ'আত- এ

৩১। মুসলিম রমণী- মূল : আবু বকর জাবের আল জাযায়েরী

৩২। মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পথ নির্দেশিকা- মূল : মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু,

৩৩। আরকানুল ইসলাম ওয়াল ইমান ও আল-আকীদাহ আল-ইসলামিয়াহ- এ

৩৪। সহীহ হাদীসের দূশমন- জহুর বিন ওসমান

৩৫। মহিলাদের স্বাভাবিক ঋতুস্রাবের বিধান- মূল : মুহাঃ বিন সালিহ আল উসাইমীন

৩৬। বিত্তক সিয়াম নির্দেশিকা-যাকারিয়া বিন ইনতাব আলী

৩৭। যিয়ারাতুল কুরব- মূল : ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ অনুবাদ : মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

৩৮। আশারারে মুবাশশারাহ- মূল : কাজী আবুল ফজল হাবীপুর রহমান অনু : মুহাম্মাদ ফাইয়ুর রহমান

৩৯। আইনে রাসূল (ﷺ) আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ

৪০। কে বড় কৃতিপ্রাপ্ত এ

৪১। আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সামঞ্জস্যপূর্ণ নাকি অসামঞ্জস্যপূর্ণ-ড. যাকির নারিক

৪২। যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ- (১ম ও ২য় খণ্ড) আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

৪৩। সলাতুত তারাবীহ-নাসিরুদ্দীন আলবানী। অনুবাদ : আহসানুল্লাহ বিন সানাতুল্লাহ

৪৪। শবে বরাত সমাধান-আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম।

৪৫। অধিকাংশ লোক ইমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক-খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান

৪৬। চার মাহাবাবের অন্তরালে- এ

৪৭। ইসলাম আমার কদর টুয়েছে। (১১টিরও অধিক ভাষায় অনূদিত সাড়া জাগানো বই)

৪৮। প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে সত্যের ধারণা-ড. যাকির নারিক

৪৯। শির্ক কী ও কেন?-অধ্যাপক মুযাম্মিল আলী

৪৯। তাওহীদের মূল নীতিমালা-ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস

এছাড়া রয়েছে তালিকা বহির্ভূত আরো অনেক বই